গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২৩ - ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান লেনিন স্মরণে

২২ এপ্রিল ১৮৭০ - ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

"... দ্বিধাহীন কেন্দ্রীকরণ ও প্রলেতারিয়েতের কঠোরতম শৃঙ্খলাই বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ের অন্যতম মূল শর্ত।"

"... প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির শৃঙ্খলা টিকে থাকে কীসে? তার যাচাই হয় কীসে? কীসে তা সংহত হয়? প্রথমত, প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর সচেতনতা, তার বিপ্লবনিষ্ঠা, তার সহ্যশক্তি, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে। দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয়, কিন্তু সেইসঙ্গে অ-প্রলেতারীয় মেহনতি জনের ব্যাপক অংশের সঙ্গেও যোগস্থাপনের, ঘনিষ্ঠতার এবং কিছুটা পরিমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহিনী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সঠিকতায়, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতায় — এবং এই শর্তে যেন ব্যাপকতম জনগণ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই সে সঠিকতায় নিঃসন্দেহ হয়। এই শর্তগুলো ছাড়া বিপ্লবী যে পার্টি সত্যসত্যই বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণির পার্টি হতে সমর্থ, সে পার্টিতে শৃঙ্খলা কার্যকরী করা অসাধ্য। এই শর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধারিত রূপেই পরিণত হয় ফাঁকা কথায়, বুলিতে, তামাশায়। আবার অন্য দিকে এ শর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না। সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে; তা গড়ে তোলা সহজ হয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে, যে তত্ত্বটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল সত্যসত্যই গণ ও সত্যসত্যই বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে।"

(লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজঅর্ডার)

জনগণের নয় জমি-হাঙরদের সরকার

আরও একটা অর্ডিন্যান্স চাপিয়ে দিল মোদি সরকার। এবার উদ্দেশ্য 'জমি অধিগ্রহণ' করা। অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, 'জমি নেব না, শিল্প চাইব, হয় নাকি!' এই অর্ডিন্যান্সের বলে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে জমি মাফিয়াদের পক্ষে সহজ করে দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স

দীর্ঘ সাত বছর আলোচনার পর দু-দুটো পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির (২০০৭, ২০০৯ সাল) সুপারিশকে মাথায় নিয়ে ২০১৩ সালে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন আইন পাশ হয়েছিল। এই আইনের বিস্তারিত ধারা তৈরি হয়েছিল ২০১৪-র আগস্ট মাসে, বর্তমান নরেন্দ্র মোদির সরকারের আমলে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে কোথাও এই আইন কার্যকর হওয়ার আগেই আবার কেন এই জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স জারি করতে হল? সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন আজ উঠছে।

এর জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ থেকে যে যুক্তি করা হচ্ছে এবং সংবাদে প্রকাশ, যে যুক্তিতে নাকি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও একমত হয়েছেন, তা হল — পূর্বতন ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (মাইনস) অ্যাক্ট ১৮৮৫, দ্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাক্ট ১৯৫৬, কয়লা অঞ্চল উন্নয়ন আইন-১৯৫৭ ইত্যাদির মতো ১৩টা কেন্দ্রীয় আইনকে ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে সংশোধন করতে হবে। তাই অর্ডিন্যান্স জারি না করে নাকি উপায় নেই। কিন্তু পার্লামেন্টে একটা নোটিশ দিয়েও তো এই সব কেন্দ্রীয় আইনের সংশোধনের সময়সীমা বাড়িয়ে নেওয়া যেত। তার জন্য তড়িঘড়ি করে এই অর্ডিন্যান্স জারি করার কোনও দরকার ছিল কি? যে আইনের সাথে দেশের কোটি কোটি মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

হানাদার খুনি ওবামা ফিরে যাও

প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে এবার ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান 'আলোকিত' করতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আমেরিকা কি প্রকৃতই আলোর দিশারি? আব্রাহাম লিঙ্কন, জেফারসন প্রমুখ মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানরা একদা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও সরকার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রীতি নীতির প্রশ্নে যথার্থই বিশ্বকে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। সেই যুগ গত হয়েছে বহুকাল। লিঙ্কনকে ভুলে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার শাসকরা হিটলারকে আদর্শ করেছে। গণতন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্যাসিবাদকে বরণ করেছে। কালো-সাদা রঙের মানুষের বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে কালো খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের প্রতি নির্মম হয়েছে। গরিব ঘরের কালো মানুষ মানেই চোর-খুনি, তাদের যে কোনও অজুহাতে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলেও বিচারব্যবস্থা খুনি পুলিশকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। একদা যাকে ঘৃণায় বলা হত ইয়াংকি কালচার তা বিশ্বায়ন মারফত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে উন্নত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ধারণাকেই বিষয়টাকেই আমেরিকার ব্যবসারস্বার্থ গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

আমেরিকা আজ যুদ্ধের প্রতীক, ধ্বংসের পুরোহিত। ইরাক, লিবিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রকাশ্যে হত্যা করেছে আমেরিকা। আফগানিস্তান-পাকিস্তানে তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে পরিস্থিতি এমন তৈরি করেছে যে, তারা স্কুলে হামলা চালিয়ে শতাধিক শিশুহত্যায় পিছপা নয়। বুশ-ওবামার নির্দেশেই বিভিন্ন দেশে সি আই এ-র 'টর্চার চেম্বার' চালানো হয়, যেখানে নানা দেশ থেকে তুলে আনা সন্দেহভাজনদের উপর চলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশে আজ সরকার নাগরিকদের টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করে। সেই সত্য ফাঁস করার অপরাধে নাগরিককে দেশছাড়া হতে হয়। বিদেশে মার্কিন সেনার অত্যাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে মুখ খুলে জেলে গেছেন অপর একজন। এই আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেহারা, যার বর্তমান প্রধান প্রশাসক হচ্ছেন বারাক ওবামা। এমন দেশের পুঁজিপতিদের সাথে ভারতের পুঁজিপতিরা ব্যবসা করতে পারে, ভারতের অস্ত্র উৎপাদনে মার্কিন পুঁজি আনার জন্য সরকার ভারত-মার্কিন আঁতাত আরও বাড়াতে পারে! তাই বলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ও স্বাধীনতার প্রতীক ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি হবেন মার্কিন যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট। এ মানা যায় না। প্রতিবাদ তাই হবেই, হচ্ছেও।

কর্ণাটকে শিক্ষা আন্দোলনের জয়

কর্ণাটকে প্রি-ইউনিভার্সিটি বোর্ড আকস্মিকভাবে শিক্ষাবর্ষের প্রায় শেষে সিলেবাস বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে ১৬টি জেলায় আন্দোলন শুরু করে এ আই ডি এস ও। আন্দোলনের চাপে ৬ জানুয়ারি বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

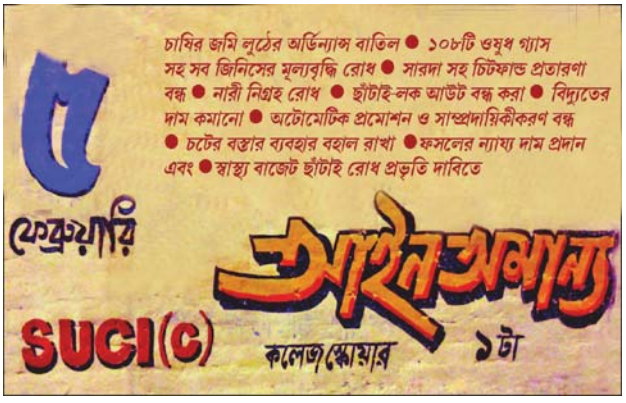

মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাবিতে মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৫ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বহরমপুরের খাগড়ায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে সুসজ্জিত মিছিল ১৭ দফা দাবি সংবলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বহরমপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সহস্রাধিক মানুষ মিছিলে পা মেলান। আওয়াজ ওঠে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে, বাসের ভাড়া কমাতে হবে, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে। মিছিল যত এগিয়েছে তত তার দৈর্ঘ বেড়েছে। বহরমপুর শহরের ব্যস্ত ট্রাফিক মোড় (৩৪নং জাতীয় সড়ক) অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩৪নং জাতীয় সড়কের সংস্কার, চুঁয়াপুর ও পঞ্চাননতলায় রেলের ওভারব্রিজ নির্মাণ করার দাবি জানানো হয়। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আইন অমান্য কর্মসূচিতে জনসাধারণকে অংশগ্রহণের আবেদন জানান নেতৃবৃন্দ।

ঐ জেলার সুতিতে দলের আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে, কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজ ও ৩০০ টাকা মজুরি, চাষির ফসলের লাভজনক দাম, চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত, ডিজেলের দাম কমার সুফল প্রদান, ওষুধ-গ্যাস-কেরোসিন-বিদ্যুতের দাম কমানো, বিড়ি শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি, নারী নিগ্রহ বন্ধ প্রভৃতি দাবি নিয়ে ৯ জানুয়ারি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করা হয়।

বেলদা থেকেই ট্রেন ছাড়ার দাবি আদায়

দীর্ঘ ৭ মাস আন্দোলনের পর অবশেষে দাবি আদায় হল। গত জুলাই মাসে রেলমন্ত্রী বেলদা-হাওড়া লোকালকে জলেশ্বর-হাওড়া লোকাল করে দিয়ে দুই মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিলেন। যাত্রীরা গণকমিটি গড়ে তুলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবি ছিল ওড়িশার জলেশ্বর পর্যন্ত পৃথক লোকাল ট্রেন চালানো হোক। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এই দাবি মানতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রেলমন্ত্রীর ৭ মাস সময় লাগল। 'বেলদা-হাওড়া লোকাল বাঁচাও ও যাত্রী সুরক্ষা কমিটি'র সহসভাপতি ডাঃ যোগেন বেরা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় সম্ভব।

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি ১৫ জানুয়ারি এই জয়ের জন্য আন্দোলনকারী জনগণকে অভিনন্দন জানান।

দিল্লিতে আবারও গির্জায় হামলা, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

দিল্লিতে আবারও গির্জায় হামলা চালাল বিজেপি। ১৪ জানুয়ারি বিকাশপুরীতে আওয়ার লেডি গ্রেসেস চার্চে হামলা চালিয়ে জানালা ভেঙে দেওয়া হয় এবং মাদার মেরির মূর্তি উপড়ে ফেলা হয়। এটাই প্রথম নয়, গত ডিসেম্বরে পূর্ব দিল্লির সেন্ট সেবেস্টিয়ান চার্চ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিল্লির ওখলার জসোলায় চার্চে প্রার্থনা চলাকালীন ইটপাথর ছোঁড়া হয়েছে। আওয়ার লেডি অব ফতেমা নামে চার্চের জানালার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বহির্দিল্লির রোহিণীতে একটি গির্জাতেও আগুন ধরানো হয়েছে। দিল্লি বিধানসভার ভোট যত এগিয়ে আসছে বিজেপি তত বেশি করে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট ভাগাভাগি করতে এই ধরনের বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শুধু খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপরই নয়, পূর্ব দিল্লির ত্রিলোকপুরীতে দেওয়ালির সময় একটি মসজিদের উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি প্রভাবিত দুষ্কৃতীরা।

এস ইউ সি আই (সি) দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের উপর এই বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। এই সব আক্রমণের ঘটনায় প্রশাসন যেভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, জল-বিদ্যুৎ-শিক্ষা-চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে শাসক শ্রেণি এই যে হীন পথ নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান।

'আশা' কর্মীদের আন্দোলন

গ্রামাঞ্চলে প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী 'আশা'কর্মীরা নানা দিক থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধীনস্থ আশা কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি নেই, সেই মতো বেতন কাঠামো নেই, নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বত্র আন্দোলন চলছে। ৮ জানুয়ারি শতাধিক কর্মী দঃ ২৪ পরগণার বারাসাতে সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। একই দাবি নিয়ে ৯ জানুয়ারি মগরাহাটে বি এম ও এইচ-এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের নেত্রী ইসমত আরা খাতুন জানান, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৯ জানুয়ারি সল্ট লেক স্বাস্থ্যভবনে এন আর এইচ এম-এর দপ্তরে বিক্ষোভ-অবস্থানের প্রস্তুতি চলছে।

শরৎ পাঠাগারে স্বাস্থ্য শিবির

১১ জানুয়ারি কলকাতার কালীঘাট শরৎ পাঠাগার এবং উইমেনস কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে বিবেকানন্দ আই কেয়ার সেন্টারের সহযোগিতায় পাঠাগার কক্ষে বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা, ছানি অপারেশন ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়। ১২৫ জন মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি দুলু ব্যানার্জী, মূকাভিনেত্রী কৃষ্ণা দত্ত, সমাজসেবী সমরেশ চৌধুরী এবং পাঠাগারের সভাপতি রথীন গুঁই উপস্থিত ছিলেন।

কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান' বার্ষিকী পালন

শহিদ বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান' ফেটে পড়েছিল ছোটনাগপুরে। সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বার্ষিকী পালন করল ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন,সহযোগিতায় ছিল পঃ বঃ মুণ্ডা সমাজ সুসীর সংঘ। ৯ জানুয়ারি কলকাতার ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সহস্রাধিক আদিবাসী ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে আসামে জঙ্গি আক্রমণে নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। পরে আসামে আদিবাসী গ্রামগুলিতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিসম্বর মুড়া। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, সীতারাম টুডু (ঝাড়খণ্ড), গোটা ভারত সিদো-কানহু বাইসি-র সাধারণ সম্পাদক বিজয় টুডু (দুমকা), দিশুম দিল্লির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ জামুদা, অল সান্তাল অ্যাসোসিয়েশন (দিল্লি) -র সহ-সভাপতি ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মুর্মু, শ্রীধর সিং(ওড়িশা), ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের সম্পাদক পরিমল হাঁসদা, এফ এ ও-র সভাপতি মোহনলাল মুর্মু, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বরুণ মাহাত প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন পঃ বঃ মুণ্ডা সমাজ সুসৌর সংঘের সম্পাদক জগদীশ সিং।

বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে শহিদ বীরসা মুণ্ডার জীবন-সংগ্রাম এবং উলগুলানের সৈনিকদের তেজ বীরত্ব আত্মত্যাগের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। উলগুলান ছিল তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, হো বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল'এবং খেরোয়ার ও সর্দার আন্দোলনের অভিজ্ঞতাতে সমৃদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন। এই লড়াইগুলির মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে জমির উপর বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আদিবাসীদেরও জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জবকার্ড হোল্ডারদের সামাজিক সুরক্ষার দাবি আদায়

উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের আটঘরায় সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে ১৪ জানুয়ারি একটি সচেতনতা শিবির করা হয়। এলাকার জবকার্ড হোল্ডাররা এই খবর পেয়ে জবকার্ড হোল্ডার মজুর সমিতির ব্যানারে সংগঠিত ভাবে শিবিরে জড়ো হন এবং শ্রম দপ্তরের অফিসারদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁরা দপ্তরের অফিসারদের প্রশ্ন করেন, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ছয় মাস পর দরখাস্ত জমা দিলে শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ২,০০০ টাকা, দু'বছর নিয়মিত প্রকল্পভুক্ত থাকার পর সাইকেল ক্রয় বাবদ ৩,০০০ টাকা সহ শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা প্রাপ্তির কথা জানানো হয়েছিল। বছরের পর বছর শত শত দরখাস্ত জমা দিয়ে বসে থাকার পরেও টাকা পাওয়া যচ্ছে না। সেই টাকার কী হবে?

দীর্ঘ সময় ঘেরাও থাকার পর অবশেষে শ্রমদপ্তরের অফিসার জানান যে, দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় কর্মী না থাকার জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এরপর ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এ আই কে কে এম এস -এর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী, সংগঠক কমরেডস মণিরুজ্জামান আলম, ফকির আহমেদী প্রমুখ।

ডাক্তারের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম

৩ জানুয়ারি রাতে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ কালীপ্রসাদ অধিকারীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় রামপুরহাটের একটি প্যাথোলজি ল্যাবরেটরিতে। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের এক প্রতিনিধি দল রামপুরহাটে গিয়ে ডাঃ অধিকারীর বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলে জানিয়েছেন, ডাঃ অধিকারীর মতো একজন সরকারি গ্রুপ-এ অফিসারের দেহ ময়না তদন্ত থেকে শুরু করে স্থানীয় থানার পুলিশের এফ আই আর নিতে গড়িমসি সব ক্ষেত্রেই গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ ছাড়া কীভাবে পোস্টমর্টেম করা হল এবং বাড়ির লোক চাওয়া সত্ত্বেও কেন পোস্টমর্টেমের জন্য দেহ কলকাতায় পাঠানো হল না, তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। তদন্ত দেরিতে শুরু হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে হলে অবিলম্বে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। মৃতদেহের ভিসেরা নিয়ে কেমিকেল অ্যানালিসিস করা দরকার। এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন না করলে মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়।

গাইঘাটা ব্লকে নির্মাণকর্মী সম্মেলন

সারা বাংলা নির্মাণকর্মী ইউনিয়ন-এর গাইঘাটা ব্লকের ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ডিসেম্বর। সম্মেলনে উপস্থিত নির্মাণকর্মীরা তাঁদের জীবনজীবিকার বিভিন্ন সমস্যা ও অপ্রতুল সরকারি সাহায্যের কথা তুলে ধরেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সহ-সভাপতি কমরেড বিপ্লব দত্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস বলেন, শ্রম-আইন সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তিনি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির বিরোধিতা করা ও শ্রমিকদের উন্নত রুচি সংস্কৃতির বাহক হওয়ার আহ্বান জানান। জগদীশ দেবনাথকে সভাপতি ও গৌতম দাসকে সম্পাদক করে১৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ প্রতিরোধের দাবি

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ২৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমে ডেপুটেশন দেয় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি ও কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। কমিটির পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করা হয়, কেন্দ্রের ৬টি চিমনি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে, খালে ছাই ফেলা বন্ধ করতে হবে, ট্রাকে ছাই বহনের সময় ঢাকনা দিতে হবে, প্রত্যহ একাধিকবার জল ছড়াতে হবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

হিন্দুত্ববাদীদের প্রলাপে মাথা হেঁট হল দেশের

৪ জানুয়ারি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ১০২ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস যখন 'সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান সাধনা' নামক পাঁচ ঘন্টার সেশনে কল্পনায় দম দিচ্ছিল, তখন আমরাও যদি কল্পনার শিখরে উঠে রবীন্দ্রনাথকে সেই অধিবেশনে উপস্থিত করতে পারতাম, তিনি নিশ্চয় আবার 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'হিং টিং ছট' থেকে বলে উঠতেন—

কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজা এ
হিন্দুধর্ম সত্য
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা এতে আছে ঢাকা
ম্যাগনেটিজম শক্তি
তিলক রেখায় বিদ্যুৎ ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

দেশ-বিদেশ থেকে আসা এক ঝাঁক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের সামনে এক প্রাক্তন পাইলট ক্যাপ্টেন আনন্দ বোদাস এবং মুম্বইয়ের এক শিক্ষক অমেয়া যাদব যৌথ এক পেপারে দাবি করলেন, ৭০০০ বছর আগে ভারতে বিশাল বিশাল বিমান ছিল, যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে তো বটেই এমনকী অন্য গ্রহে পর্যন্ত অনায়াসে যাওয়া যেত। এই বিমানগুলি সামনে পিছনে পাশে যেমন খুশি চলতে পারত, এমনকী জলের তলাতেও সাবমেরিন হিসাবে কাজ করত। মহর্ষি ভরদ্বাজ রচিত 'বৈমানিক শাস্ত্র' এবং অগস্ত্য মুনি রচিত 'বৃহৎ বিমানশাস্ত্র' সহ কয়েকটি গ্রন্থে নাকি এমন বিমানের বর্ণনা এবং এমন ৯৭টি সূত্র তিনি পেয়েছেন। বিমান চালনার আরও প্রায় ৫০০ সূত্র নাকি হারিয়ে গিয়েছে। 'বিমান সংহিতা' গ্রন্থে তিনি খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক জাম্বো জেটের চেয়েও বড় বিমান তৈরির ফর্মুলা। 'সুন্দরা বিমান' নামে একরকম বিমান ছিল পাঁচ তলা, ঘন্টায় ১২,৮০০ মাইল গতিবেগে চলত গরু আর হাতির মূত্র থেকে তৈরি বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে। ঐ সব বিমানের পাইলটরা মোষ, গরু এবং ভেড়ার দুধের তৈরি বিশেষ খাবার খেয়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিতেন, তাঁরা জলজ উদ্ভিদের তৈরি মহাজাগতিক ভাইরাস প্রতিরোধী বিশেষ পোশাক পরতেন। এমন অলৌকিক সব বিজ্ঞান সাধনার আরও নমুনা এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসে পাওয়া গেছে।

কিরণ নায়েক নামে এক 'গবেষক' একটি পেপারে দাবি করেছেন, মহাভারতের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে শেষ হয়নি। ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবী থেকে চাঁদে সেখান থেকে মঙ্গলে। বিমানে চেপে যোদ্ধারা একে অন্যের পিছু ধাওয়া করত। অবশেষে মঙ্গল পর্যন্ত গিয়ে শত্রু নিধন করতে পেরেছিলেন এক রাজা। বধ হওয়া সেই শত্রুর শিরস্ত্রাণ এখনও মঙ্গলে আছে এবং নাসার বিজ্ঞানীরা তা খুঁজে পেয়েছেন। আর এক 'গবেষণাপত্র' দাবি করেছে গরুর দেহে এমন এক ব্যাক্টিরিয়া আছে যার সাহায্যে গরু যা খায় তাকে সহজেই ২৪ ক্যারেট সোনায় পরিণত করতে পারে। এমন অস্ত্রের কথাও শোনা গেল যার কাছে পরমাণু বোমা নিতান্ত শিশু। প্রশ্ন উঠতে পারে এত গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার ভারতবর্ষ কয়েক হাজার বছর ধরে পুরো ভুলে মেরে দিয়ে বসে রইল কী করে? কোনও পরম্পরাও রইল না! ক্যাপ্টেন বোদাস ব্যাখা দিয়েছেন, বিদেশি শাসকরা সব চুরি করে নিয়েছে। ঠিকই তো, রবীন্দ্রনাথের প্রত্নতত্ত্ব প্রবন্ধের মধুসূদন শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন না, হিন্দু শাস্ত্রে গ্যালভানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের নাম যদি পোকাতেই না কেটে থাকে আর বাকিটা যদি যবনগণের দ্বারাই ধ্বংস না হয়ে থাকে তবে তা গেল কোথায়? একেবারে অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নেই! দেখে শুনে মনে হচ্ছে ভাগ্যিস এই কলিযুগে এসে নরেন্দ্র মোদির মতো একজন মহর্ষি রাজ্যপাটে বসেছেন এবং বোদাসদের মতো মহান জ্ঞানীদের বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চ ব্যবহার করে হিন্দু গৌরব গাথা তুলে ধরার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন, না হলে কী যে হত এই দুনিয়ার! শুধু তাঁরা যদি দয়া করে একটু বলে দিতেন এমন সব অস্ত্র, বিমান ইত্যাদি উন্নত যন্ত্র থাকতেও কখনও গ্রীক বা তুর্কি, কখনও শক, হুন বা পাঠান মোগলরা বারে বারে অনায়াসে ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত করতে পেরেছিল কী করে?

যদিও 'বৈমানিক শাস্ত্রে'র পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে, তবে আজ নয়, চল্লিশ বছর আগে ১৯৭৪ সালেই। জানা গেছে, এই 'শাস্ত্র' রচিত হয়েছিল ৭ হাজার বছর আগে নয়, নিতান্ত অর্বাচীন কলিযুগে—১৯২৩ সালে। রচয়িতা মহর্ষি ভরদ্বাজ নন, এক সংস্কৃত অনুবাদকার সুব্বারায়া শাস্ত্রী। প্রকাশ হয়েছিল ১৯৫১ সালে, মহীশূরের আন্তর্জাতিক সংস্কৃত অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এ এম জয়সেরের হাত দিয়ে। বিমানের নকশাগুলির স্রষ্টা বাঙ্গালোরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রাফটসম্যান শ্রী এলাপ্পা। এইগুলি ১৯৭৩ সালে শাস্ত্রটির ইংরাজি সংস্করণে জোড়া হয়েছিল। বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পাঁচ গবেষক অধ্যাপক জে এস মুকুন্দ, এস এম দেশপাণ্ডে, এইচ আর নগেন্দ্র, এ প্রভু, এবং এস পি গোবিন্দরাজ 'ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ দ্য ওয়ার্ক বৈমানিকা শাস্ত্র' নামে এক গবেষণাপত্রে সুনিশ্চিত ভাবে এ কথা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, নিউটনের গতিসূত্র, এয়ারো ডায়নামিক্স সহ বিজ্ঞানের কোনও নিয়মেই এই বিমানগুলির পক্ষে ওড়া সম্ভব নয়। কথায় বলে স্বপ্নেই যদি পোলাও খাচ্ছ, ঘি দিতে কার্পণ্য কেন? বিজ্ঞান কংগ্রেসে যে 'মহর্ষি'রা জুটেছিলেন, তাঁরা এ ব্যাপারে বেশ এগিয়ে আছেন বলতে হবে।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই পথ দেখিয়েছেন। কিছুদিন আগেই এক বেসরকারি হাসপাতাল উদ্বোধনে গিয়ে তিনি দাবি করেছিলেন, গণেশের হাতির মাথা প্রাচীন ভারতের উন্নত প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন এবং মহাভারতেই আছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নিদর্শন। মোদিজির রাজ্য গুজরাটে আরএসএস নেতা দীননাথ বাত্রার বই স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। তাতে আছে আধুনিক স্টেম সেল গবেষণা মহাভারতের অবদান, ঋক বেদের যুগেই ছিল মোটর গাড়ি, গো সেবা করেই বন্ধ্যা নারী সন্তান ধারণ করতে পারে ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ তথ্য। এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান, যাঁর দায়িত্ব বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার দেখভাল করা, সেই পদে এখন বসেছেন আরএসএস নেতা ওয়াই সুদর্শন রাও। তিনি বলেছেন, প্রাচীন যুগকে জানবার জন্য ভারতীয় মহাকাব্যগুলিই যথেষ্ট, আলাদা কোনও গবেষণার প্রয়োজন নেই। তিনি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন পরমাণু অস্ত্রের মতো শক্তিশালী অস্ত্র, অনির্বাপিত আগুন এবং পরিচালকের কথা শুনে চলা অস্ত্র ইত্যাদি যে সব কিছুর বর্ণনা রামায়ণ, মহাভারতে ছিল সেগুলির বাস্তবতার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংও পিছিয়ে নেই। তিনি ২০১৩ সালে তাঁর দল ক্ষমতায় আসার আগেই এক কর্মীসভায় বলেছিলেন, বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের আবিষ্কৃত যে নীতি অর্থাৎ ইলেকট্রনের 'আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল', যা মেনে আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এগিয়েছে তা ঋক বেদ থেকে ধার করা। ১৯২৯ সালে হাইজেনবার্গ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে এ বিষয়ে বহু তথ্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই ঐ আবিষ্কার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারতকে আবার 'জগৎগুরু' হিসাবে তুলে ধরার ব্যবস্থা করবে বলে রাজনাথজি তখনই কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু হাইজেনবার্গ যে তাঁর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন ১৯২৭ সালে, ভারতে আসার দু'বছর আগেই! তাহলে? কুছ পরোয়া নেই, যে কথায় ভোট বাজারে কর্মীদের চাঙ্গা করা যায়, তার থেকে বড় সত্যি আর কিছু হয় নাকি! রবীন্দ্রনাথের কথা আবার বলতে হয়, **"...ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানিনে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করিনে। তপোবনের কথা আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করিনে। সেখানে যে-সব ঋষি-তপস্বীদের বাস তাঁরা সমুদ্র-পর্বতকে অভিশাপের জোরে কম্পমান ক'রে জোড় হস্তে দ্বারস্থ করতে পারতেন। আবার তাঁদের তপস্যাও অযুত-নিযুত বছরের তাপে এমন সর্বনেশে হয়ে যেতে পারত যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবার জো হ'ত, শেষকালে দেবতাদের কেঁদে এসে পড়তে হ'ত তাঁদের ঠাণ্ডা করতে। এমন সব কথা বিশ্বাস করার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশোনা করবার দরকার নেই"**(কষ্টিপাথর, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭)। নরেন্দ্র মোদি বা রাজনাথ সিং গোত্রীয় আরএসএস প্রচারকদের অবশ্য দেখে যেতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ।

এ কথা ঠিক বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতোই প্রাচীন ভারতে প্রকৃতিকে জানার চেষ্টায় মানুষ প্রভূত সংগ্রাম করেছিল। তার ভিত্তিতে ভারতে তৎকালীন যুগের বিচারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আরএসএস-বিজেপি যে ধরনের দাবি করছে তা কি বাস্তবে সম্ভব? বিজ্ঞান আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষ যখনই কোনও আবিষ্কার করেছে তার বাস্তব পরিস্থিতি আগে তৈরি হয়েছে। তার পরে মানুষের পক্ষে সেই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। কাচ আবিষ্কারের আগেই আয়না তৈরি হয়েছে এ কথা বলা যেমন অবান্তর, তেমনই অবান্তর পৃথিবীর আবর্তন এবং বার্ষিক গতি, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ সম্পর্কে সঠিক ধারণা, মহাকর্ষ বল সম্বন্ধীয় ধারণা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ধাতু, বলবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি হওয়ার আগে বিমান বা গ্রহান্তরে যাওয়ার যান তৈরির কল্পনা। মানব সমাজে কোনও জ্ঞানের চর্চা কেবলমাত্র একজন মানুষের প্রচেষ্টা বা কোনও পুঁথি বা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে না। সমাজের অসংখ্য মানুষের একত্রিত অভিজ্ঞতার সর্বোন্নত প্রকাশ ঘটে সেই বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ বা এগিয়ে থাকা এক বা একাধিক জনের মধ্য দিয়ে। সেই মানুষটিই পরিগণিত হন আবিষ্কর্তা হিসাবে। কেউ একজন একাই সমাজ থেকে আলাদা করে শুধু ভেবে ভেবে আর মাথা খাটিয়ে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলছেন এমন ঘটনা মানবসমাজে কখনও ঘটতে পারে না। প্রাচীন ভারতে প্রাক বৈদিক যুগে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সিন্ধু সভ্যতাও বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে ওঠেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় একই সময়ে, বরং বলা ভালো সামান্য আগে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী যুগেও ৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতে যখন আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতির ইঙ্গিত দিচ্ছেন তার আগে আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গ্রিসে এবং ব্যাবিলনে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারণা এসেছিল। তবে এই ধারণা ছিল নিতান্তই আভাস, সুনির্দিষ্ট নিয়ম তখন আবিষ্কার হয়নি। আবার গ্রিক দার্শনিক ইরাটোস্থেনিস যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যাস মাপার কথা বলেছেন, প্রায় একই সময় সূর্য সিদ্ধান্তে অনেকটা একই ভাবে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ের কথা বলা হয়ছে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সে সময় বিশ্বের কোনও জাতির পক্ষেই পৃথিবীর বার্ষিক গতির ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তার জন্য বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে কোপারনিকাস পর্যন্ত। কোনও প্রতিভাধরের পক্ষেই বাস্তব পরিবেশ, সেই বিশেষ যুগের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, যাকে বলে একেবারে লম্ফ দিয়ে চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কারণ তা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশেষ দেশে বা বিশেষ ভূমিতে জ্ঞানচর্চা যখনই হয়েছে তা গোটা মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়েছে। ভারতে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতা যেমন গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক অবদান রেখেছে, তেমনই জ্যামিতি, স্থাপত্যবিদ্যা, ক্যালেন্ডার তৈরিতে অন্যান্য সভ্যতা থেকে জ্ঞান নিয়েছে। এই আদান প্রদানই জ্ঞানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই কল্পকথাপূর্ণ পুরাকাহিনী আছে। ভারতের মতো গ্রিকদেরও মহাকাব্য আছে। এগুলির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান আছে কি না, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু এগুলিই ঐতিহাসিক সত্য রূপে বিবেচিত হয় না। মানব সমাজে কোনও আবিষ্কার যেমন হঠাৎ করে আসে না, তেমনই একটা আবিষ্কার হঠাৎ করে চিরকালের মতো বিলুপ্তও হয়ে যায় না। তার পরম্পরা থেকে যায়।

৭ হাজার বছর আগে অর্থাৎ নতুন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ পাথরের নানা হাতিয়ার বানিয়েছে কিছু কিছু ধাতুর ব্যবহার তখন আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা খুব বেশি নয় বলেই বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত। কী করে বিমান এল? এমনকী ঋষি ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য মুনির খোঁজ পাওয়া যায় আজ থেকে খুব বেশি হলে ১০০০ বছর আগে বেদের শেষ দিকের কিছু শ্লোকে এবং রামায়ণ মহাভারতে, তাঁরা কী করে ৭ হাজার বছর আগে বিমান তৈরি করলেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করলে আরএসএস বাহিনী চোখ পাকিয়ে বিধর্মী বলে অভিসম্পাত দিতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন তো উঠবেই। যে ভারতের হিন্দু শাস্ত্রে বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের কথা বিজেপি-আরএসএস এত বলছে, সেই ভারতেই বিজ্ঞানী আর্যভট্টের পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারণাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্যের মতো হিন্দু জ্যোতিষীরা! ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রবহমান ধারা খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতক থেকে একেবারে যেন নির্বাপিত হয়ে যায়। কেন এমন হল? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রিতে এর জন্য মূলত তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথা, মনু এবং তার পরবর্তী পুরাণগুলিতে

সাতের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন

ঝাড়গ্রামে দাবি পূরণ ঃ কারও বিদ্যুৎ বিল ৫০ হাজার, কারও ৭৫ হাজার আবার কারও ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকার বিপিএল সহ সর্বস্তরের গ্রাহকদের ঘরে ঘরে আসছে এই ধরনের বিদ্যুৎ বিল। বিগত সরকারের আমলে জঙ্গলমহলের দখল নেয় যৌথ বাহিনী। মূলত বিদ্যুৎ দপ্তরের ত্রুটির কারণে সেই সময় সৃষ্টি হয়েছিল এই বকেয়া বিলের বোঝা। এই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ৮ জানুয়ারি সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম ডিভিশনাল ম্যানেজার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ি, বিনপুর, জামবনি, মানিকপাড়া, ঝাড়গ্রাম কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অধীনস্থ প্রায় তিন হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক বিক্ষোভে সামিল হন। কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়, গ্রাহকরা বকেয়া বিল নিয়ে অভিযোগ জানালে সেই বিল বাতিল করে সঠিক রিডিংভিত্তিক চলতি মাসের বিল নেওয়া হবে। এ ছাড়া বন্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ মিটারগুলিতে যে বিল আসে তা দিতে হবে না এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত মিটার পরিবর্তন করা হবে।

৯ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবারে গ্রাহক বিক্ষোভ

কালিম্পংয়ে সভা ঃ ২৭ ডিসেম্বর কালিম্পং মহকুমার রংগো-তে এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন জীবন গুরুং। এলাকায় স্থায়ী পোলের বদলে বাঁশ দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন নিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সমস্যার বিরুদ্ধে উপস্থিত বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আগামী দিনে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে অভিমত দেন। উল্লেখ্য, প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেও সভায় প্রায় ৫০ জন গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। মূল বক্তা ছিলেন সমিতির রাজ্য সহ-সভাপতি আর এম শর্মা। কর্ম জুটিয়াকে সম্পাদক, আমন দারনালকে সভাপতি এবং শ্রীমতী সমজনা গুরুং-কে কোষাধ্যক্ষ করে ১৪ জনের কমিটি গঠিত হয় বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য শ্রীমতী বিন্দিয়া রাই।

১২ ঘন্টা এস ডি ও ঘেরাও করে
দাবি আদায় করলেন ইসলামপুরের মানুষ

বেলা ১২টায় এস ডি ও অফিস ঘেরাও করেছিলেন তাঁরা। রাত্রি ১টার সময় এস ডি ও অফিস থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনকারীদের মাইকে সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যেই উত্তর দিনাজপুরে ইসলামপুরের গ্রামে গ্রামে চলছিল প্রস্তুতির কাজ — প্রচার, অর্থ সংগ্রহ, গণকমিটি গঠন। খেতমজুর, পরিযায়ী শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক সকলেই সামিল এই প্রচারে। লক্ষ্য ১৪ জানুয়ারি এলাকার হাসপাতালগুলির উন্নয়ন, রেশন-দুর্নীতি বন্ধ; রেশনকার্ড প্রদান, পঞ্চায়েতি দুর্নীতি বন্ধ, সরকারি বাস চালু, প্রকৃত দরিদ্রদের পাট্টা, বিপিএল কার্ড, বার্ধক্য ভাতা প্রদান প্রভৃতি ১৫ দফা দাবিতে ইসলামপুর এস ডি ও-র কাছে গণডেপুটেশন। গত কয়েক বছর ধরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে এলাকার মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে জেলাশাসক, জেলা খাদ্য নিয়ামক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিডিও, বিএমওএইচ, খাদ্যমন্ত্রী প্রভৃতি প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে গণস্বাক্ষর সহ ডেপুটেশন, দাবিপত্র পেশ, অবরোধ, অবস্থান ইত্যাদি হয়েছে। কিছু দাবি আদায় হলেও বেশিরভাগ অপূরিত। বাধ্য হয়েই এস ডি ও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়।

১৪ জানুয়ারি ১২টায় ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে সহস্রাধিক মানুষ পোস্টার ব্যানার প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত মিছিল নিয়ে শহর পরিক্রমা করে এস ডি ও অফিসে জমা হন। এস ডি ও উপস্থিত না থাকায় অফিস ঘেরাও করে সভা চলে। ক্রমশ রাত্রি হয়ে যায়। ঘেরাও চলতে থাকে। ক্ষুধার্ত আন্দোলনকারীদের জন্য গ্রাম থেকে সংগৃহীত চাল ডাল দিয়ে শুরু হয় খিচুড়ি রান্না। দলের নেতৃত্ব ঘোষণা করেন, আটকে পড়া আধিকারীকদের সাথে আমোদের বিরোধ নেই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে ফেলে রাখা দাবি না আদায় হলে প্রয়োজনে সারারাত ঘেরাও চলবে। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দেন, পুলিশ দিয়ে লাঠি-গুলি চালালেও আন্দোলন চলবে। তাঁদের অনমনীয় মনোভাব দেখে রাত ৯টায় এস ডি ও অফিসে আসতে বাধ্য হন এবং দাবিগুলি নিয়ে প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনায় বসেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে আন্দোলনকারীদের সামনে এসে সেগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার কথা তিনি মাইকে ঘোষণা করায় রাত ১টায় ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, এক মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন না হলে ইসলামপুর মহকুমার ৫টি ব্লকে বনধ পালিত হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী, ইসলামপুর আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সুজনকৃষ্ণ পাল, কমরেডস দীনেশ সিংহ, সহিমুদ্দিন, শামিম আখতার, নবীন চন্দ্র সিংহ, নেস মহম্মদ, মীরজামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করার দাবিতে
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জলসম্পদ মন্ত্রীকে চিঠি

এলাকার ভুক্তভোগী মানুষদের তৈরি 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি'র দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ওয়াপকস্ ১৫৭৩ কোটি টাকার স্কিম তৈরি করে গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনে পাঠাতে বাধ্য হয়। ঐ টাকার ভাগ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চাপান উতোর বন্ধ করে আগামী বর্ষার পূর্বে কাজে হাত দেওয়ার দাবিতে কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বিকাশ হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক মধুসূদন মান্না ও নারায়ণচন্দ্র নায়ক জানান, মাস্টার প্ল্যানে অর্থ মঞ্জুরের বিষয়ে রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে ১৯ ডিসেম্বর স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে কমিটির প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে দিল্লিতে দরবার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন-খরাপ্রতিরোধ কমিটিও অনুরূপভাবে যৌথ সভার প্রস্তাব দিয়েছে।

চিটফান্ড আমানতকারীদের টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ

অল বেঙ্গল চিটফান্ড এজেন্টস অ্যান্ড ডিপোজিটর্স ফোরামের উদ্যোগে আমানতকারীদের টাকা সুদ সহ ফেরত, আত্মহত্যাকারী, আমানতকারী ও এজেন্টদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং এজেন্টদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের দাবিতে ৯ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবারে অবস্থান-বিক্ষোভ করা হয় এবং এস ডি ও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন

সকল বেকারের কাজ, সরকারি স্কুলে নিয়োগ, সমস্ত চিট ফান্ডে আমানতকারীদের টাকা ফেরত, নারী নির্যাতন বন্ধ, মদ-জুয়া-সাট্টা-অপসংস্কৃতি সহ সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ প্রভৃতি দাবিতে ৫ ডিসেম্বর পলশুণ্ডা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মসিকুর রহমান। কমরেড আলিম সেখকে সভাপতি ও কমরেড বাগবুল ইসলামকে সম্পাদক করে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

১৭ ডিসেম্বর একই দাবিতে ধাওয়াপাড়া আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ক্ষুদিরাম বিগ্রেড-সুভাষ বিগ্রেড এবং ভগৎ সিং বিগ্রেড নামে তিন দলের ভলিবল প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড অঞ্জন মুখার্জী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড ইকবাল আহমেদ, কমরেড গোলাম মোর্তাজা প্রমুখ। কমরেড গণেশ মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড তাবারক সেখকে সম্পাদক করে ২০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

৮ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদে বালি-১ ও ২ নম্বর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। এ ছাড়াও কমরেডস অঞ্জন মুখার্জী এবং মসিকুর রহমান বক্তব্য রাখেন। কমরেড মর্তুজ আলিকে সভাপতি ও কমরেড মন্টু সেখকে সম্পাদক করে ১২ জনের কমিটি গঠিত হয়।

১০ জানুয়ারি জীবনদায়ী ১০৮টি ওষুধের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে দাম বৃদ্ধি, মদ-জুয়া-সাট্টা প্রতিরোধে, সকল বেকারের কাজের এবং অবিলম্বে অধিগৃহীত জমিতে শিল্প স্থাপনের দাবিতে পুরুলিয়া জেলার নূতনডি অঞ্চলের এ আই ডি ওয়াই ও-র দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ কমরেড সোমনাথ কৈবর্ত। কমরেড শক্তিপদ মাজিকে সভাপতি ও কমরেড দীপক মাজিকে সম্পাদক করে ২০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

তমলুকে বিডিও-র কাছে দাবিপত্র পেশ

এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে ৮ জানুয়ারি শতাধিক নারী ও পুরুষ পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক বিডিও অফিসে প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। ১০০ দিনের কাজের দীর্ঘ দিনের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে প্রদান, এলাকার উন্নয়ন, খাল, রাস্তা সংস্কারসহ ২১ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে পেশ করেন কমরেডস মানিক মাইতি, বিবেক রায়, সামসাদ খান, সৌমিত্র পট্টনায়েক, হরিশচন্দ্র মণ্ডল, সুনীল দাস, প্রতিমা জানা। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তা কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার টাকা পঞ্চায়েতগুলিকে পাঠানো হয়েছে।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে বিক্ষোভ

দলের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে কৃষকমারা জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিদ্যুৎ ও তেলের দাম কমানোর দাবিতে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের প্রতিবাদে ১৩ জানুয়ারি তমলুক বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

শার্লি এবদোর উপর হামলার পিছনে কারা
প্রশ্ন তুললেন ফ্রান্সের বামপন্থীরা

প্যারিসের কার্টুন পত্রিকা শার্লি এবদোর দফতরে ৭ জানুয়ারি সন্ত্রাসীরা হানাদারি চালিয়ে খুন করেছে ১২ জন মানুষকে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সের 'পোল অফ কমিউনিস্ট রিভাইভাল ইন ফ্রান্স' (পিআরসিএফ —ফ্রান্সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত বামপন্থীদের সংগঠন) নিচের বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে।

যেন মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে উঠে এসে সন্ত্রাসবাদীরা নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হতবুদ্ধি সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ১২ জন নিহত, অনেকেই গুরুতর আহত।

নিহতদের ঘনিষ্ঠজনদের যন্ত্রণা ও ঘৃণার শরিক আমরা। সমস্ত ধর্মের নাগরিক, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান করেন, চার্চের ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে একসময় ঈশ্বরনিন্দাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার যে আইনটি বাতিল হয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনার দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সকলের দুঃখ-ব্যথার আমরা শরিক। এই হামলায় যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

পিআরসিএফ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানায়। এইসব হত্যাকারী ও তাদের দীক্ষাগুরু, যাদের কোনওমতেই ক্ষমা করা যায় না, তাদের প্রতি রইল তীব্র ঘৃণা।

এরপর সমস্ত ঘৃণাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে ঠাণ্ডা মাথায় আমরা এই ঘটনার বিশ্লেষণ করেছি এবং নিজেদের কাছে প্রশ্ন রেখেছি, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কী আছে। এখনও পর্যন্ত হত্যাকারীরা কারা সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টির নেতা মারিন লে পেন এই হত্যাকাণ্ডকে ইসলামি মৌলবাদীদের হামলা বলে নিন্দা করেছেন। এই অনুমানটিকে আপাতভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও, এটা কিন্তু অনুমান ছাড়া কিছু নয়। এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের এই মন্তব্যের মধ্যে প্ররোচনা আছে। তাদের আশা, এই অনুমান প্রচার পেলে তাদের বিদেশাতঙ্ক ছড়ানোর কার্যক্রম গতি পাবে।

ধর্মীয় মৌলবাদীদেরই যে শুধু সন্ত্রাস ছড়ানোর একচেটিয়া অধিকার আছে, তা নয়। ইসলামি মৌলবাদীদের কথাই যদি ধরা হয়, কারা তাদের উৎসাহ জোগাল? কারাই বা তাদের অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে? কারা তাদের সমর্থন করছে?

এ কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি, যেমন সৌদি আরব, কাতার এবং যুদ্ধ জোট ন্যাটোর অনুগত আরব দেশগুলি। এরাই আরবের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে ভাঙতে কাজে লাগিয়েছে এইসব মৌলবাদীদের। আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকার আন্তর্জাতিক বিধি মেনে যে লালফৌজকে সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছিল, তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে মদত দিয়েছিল। মনে রাখা দরকার, মিশরের আনওয়ার সাদাত নিজের দেশের প্রগতিশীল মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডকে। আজও সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীন ও সার্বভৌম সিরিয়ার বিরুদ্ধে আইএসআইএস-কে অস্ত্র ও অর্থ জুগিয়ে চলেছে। এ কথাও মনে রাখা দরকার, লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে কারা নৃশংসভাবে খুন করে দেশটিকে মৌলবাদী ধর্মান্ধদের হাতে তুলে দিয়েছে। এরা হল ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধান সারকোজি, ব্রিটেনের ক্যামেরন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওবামা।

বাস্তবে, ইসলামি মৌলবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি, যা অনেকসময় নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। আনোয়ার সাদাতকে মুসলিম ব্রাদারহুডের হাতেই মরতে হয়েছিল। আফগানিস্তানের হাজার হাজার ছাত্র, কমিউনিস্ট কর্মী ও শিক্ষকদের হত্যা করার পর তালিবানরা পশ্চিমী দেশগুলির দিকেই তাদের অস্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে, তারা ধ্বংস করেছে আমেরিকার টুইন টাওয়ার।

এইসব জঘন্য অপরাধ থেকে কারা সুবিধা পায়? এটাকেও অবশ্যই আলোচনার বিষয় করা উচিত। কোন সেই রাজনৈতিক শক্তি যারা আরববিরোধী জাতিবিদ্বেষে মদত দিচ্ছে? কারা শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তবতাকে সরিয়ে সেই জায়গায় জাত-পাত-ধর্মের লড়াইকে আনতে চাইছে? এরা হল উন্মত্ত ফ্যাসিবাদী শক্তি, যাদের মধ্যে আছে দক্ষিণপন্থীরা যারা ছদ্ম বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন নিয়ে ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্টের জাতি-ধর্মবিদ্বেষী প্রচারের শরিক হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বিরুদ্ধে নিন্দা ছড়ানোর ফলে খেটে-খাওয়া সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে অনেকে। এ জিনিস অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার, না হলে এর পরিণতিতে ফ্রান্স এবং গোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জুড়ে ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে।

এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরির পিছনে ফ্রান্সের অল্যান্দে সরকারের অপরাধ কিছু কম নয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ন্যাটোর শরিক হিসাবে এই সরকার পূর্বতন সারকোজি সরকারের থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে সিরিয়ায় হস্তক্ষেপ করছে, ইজরায়েলের খুনি প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুকে সমর্থন জানাচ্ছে, আইভরি কোস্ট, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও মালির মতো আফ্রিকার দেশে দেশে নয়া-উপনিবেশবাদী হস্তক্ষেপে মত্ত হয়েছে। আমরা বারবার বলে এসেছি, ফ্রান্সে ধর্মীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটি 'আমাদের নিজেদের' দেশের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিদিন বন্য হিংসার জন্ম দেওয়ার জমি তৈরি করছে।

এই উদ্দেশ্যে পিআরসিএফ ফ্যাসিবিরোধী দেশপ্রেমিক জনগণের ফ্রন্ট গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছে, যে ফ্রন্ট সমাজ প্রগতি, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রসারে এবং দুনিয়া জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। কমিউনিস্টরা থাকবে এই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে। নানা রঙের নানা দলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আসুন, আমরা প্রগতিশীল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করি। জনগণের সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢ়তা এবং শোষণ, দারিদ্র, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা ও যুদ্ধবিহীন সমাজ গড়ে তোলা, তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নই এই হত্যাকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে দাঁড়াবে।

বিনা দ্বিধায় এইসব হত্যাকারী ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পাশাপাশি শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করা এবং ইউরোপ জুড়ে ব্যয়সঙ্কোচের নীতির বিরুদ্ধতা করতে করতেই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিপদমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে আমাদের।

ফ্রান্সেরই অপর একটি সংগঠন 'কমিউনিসটেস' প্রায় একই বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

(সূত্র ঃ এম এল টুডে ঃ ইলেকট্রনিক জার্নাল অফ মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট থট)

ত্রিপুরায় মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণ

১২ জানুয়ারি আগরতলার বটতলাতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী এবং চট্টগ্রামের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের ৮২তম শহিদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস শহিদ বেদি স্থাপন করে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সারা দিনব্যাপী মাস্টারদার ছবি সম্বলিত স্মারক ব্যাজ পথচলতি মানুষকে পরিধান করানো হয়। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি অমর দেবনাথ, ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরী এবং আমন্ত্রিত বক্তা সুভাষ কান্তি দাস। বক্তারা বলেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যেরূপ দেশাত্মবোধ, সংস্কৃতি ও উন্নত মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল, বর্তমান প্রজন্ম তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যার ফলে আজ আমরা ছিন্নমূল। এই অবস্থায় দেশব্যাপী যে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, শোষণ, নারীত্বের হাহাকার চলছে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মাস্টারদার মতো বিপ্লবীদের স্মরণ করা, তাঁদের জীবন চর্চা করা জরুরি প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এসের রাজ্য সভানেত্রী শিবানী দাস।

আসাম হত্যাকাণ্ডে দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

২৩ ডিসেম্বর আসামের শোণিতপুর জেলা এবং বিটিএডিতে নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং বহু নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে লক্ষাধিক মানুষকে আশ্রয় শিবিরে থাকতে হয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-এর কর্মীরা জনসাধারণের থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করে এই সব দুর্গত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৩ জানুয়ারি দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাসের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল দরং জেলার মাজবাট অঞ্চলে থাকা শিবিরগুলির শরণার্থীদের মধ্যে চাল, ডাল, তেল, আলু, লবণ এবং শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করে। পুব বাহাদুর আদর্শ বাথৌ মন্দির শিবির, লামাবাড়ী আদর্শ প্রধানবস্তি এল পি স্কুল শিবির এবং বাহীপুখুরী এল পি স্কুলে থাকা শিবিরগুলিতেও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উত্তরপ্রদেশে কাকোরির শহিদদের স্মরণ করল কমসোমল

ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের তহবিল লুঠের মামলায় অভিযুক্ত হন রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোশন সিং প্রমুখ। সেই 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায়' এই বীর সৈনিকদের ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকরা। শহিদদের ৮৭ তম আত্মোৎসর্গ দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর জৌনপুরে এবং ২১ ডিসেম্বর প্রতাপগড়ে কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন 'কমসোমলে'র উদ্যোগে নানা ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের উদ্যোগে ১ জানুয়ারি জৌনপুরে এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

হরিয়ানায় শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন

বিজেপি সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে হরিয়ানার মহেন্দরগড়ে ১০ জানুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল এবং ১২ দফা দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী রামবিলাস শর্মাকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কৈথল, সোনিপত ও ভিওয়ানিতেও ঐ দিন জেলাশাসককে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১২ জানুয়ারি কুরুক্ষেত্রে, ১৫ জানুয়ারি বাহাদুরগড় ও হিসার সহ অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ হয়।

কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স

একের পাতার পর

কৃষক-খেতমজুর-দিন মজুরের ভবিষ্যৎ যুক্ত, সেই বিষয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা কি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা নয়?

কয়েক বছর আগে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে যখন ব্যাপকহারে কৃষি জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের অভিযান শুরু হয়েছিল তখন দেশজুড়ে বিপুল গণপ্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল এদেশের শাসক শ্রেণি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কলিঙ্গনগর-ভাট্টাপারসল ইত্যাদি নানা জায়গায় স্ফূর্তস্ফূর্ত বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। সেই বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে এ দেশের শাসক শ্রেণি খানিকটা পিছু হটেছিল এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন এবং জমির মালিকের সম্মতির বিষয়টি আইনে নথিভুক্ত করেছিল। সেই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট ২০১৩-তে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছিল ঃ

ক) জমি অধিগ্রহণের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন করা হবে। খ) যে সমস্ত কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করা হবে তাদের শতকরা ৭০ ভাগের সম্মতি থাকতে হবে, বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগ হলে সম্মতি থাকতে হবে ৮০ ভাগের। গ) ক্ষতিপূরণ শুধু কৃষকদের নয়, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকেই দেওয়া হবে এবং তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ঘ) অধিগ্রহণের পর সেই জমি পাঁচ বছর ব্যবহার না করলে তা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

লক্ষণীয় যে, আইনে থাকলেও এই শেষ শর্তটি কার্যকর করার কোনও চেষ্টাই পূর্বতন কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার করেনি।

তথ্য বলছে, দেশে ৪৫, ৬৩৫ হেক্টর সরকার অধিগৃহীত জমির ৩৮ শতাংশই ব্যবহার না হয়ে পড়ে আছে। বহুদিন ধরে ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ সেই জমি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। গত নভেম্বর মাসে সংসদে এই তথ্য পেশ করেছেন ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল। মুকেশ আম্বানির নভি মুম্বই সেজ ১২৫০ একর জমি দখল করেছে। ২০০৬ সাল থেকে তা ফাঁকা পড়ে আছে। কোনও কিছুই সেখানে গড়ে ওঠেনি। জমির মালিককেও জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। যে সব শিল্পপতিদের জমি দেওয়া হয়েছিল তারা ঐ সব লিজ নেওয়া জমি দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। এই ঋণের পরিমাণ বিপুল — ৬৩০৯.৫৩ কোটি টাকা। জমি ফেরতও হয়নি, শিল্পও গড়ে ওঠেনি। ব্যাংকে রাখা জনগণের টাকা লুট হয়ে ফাটকাবাজ পুঁজিপতিদের পকেট ভরাচ্ছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, চাষিদের স্বার্থে সামান্য যতটুকু সুযোগ আইনে রয়েছে, তা-ও কার্যকর হয় না। কিন্তু এখন এই আইনটুকুও আর ওরা রাখতে চাইছে না। নতুন এই অর্ডিন্যান্সে যে সব পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তার সার কথা হল ঃ

ক) জমি অধিগ্রহণের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন করা হবে না। অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণে কার কীভাবে ক্ষতি হল, তা বিচার করে দেখা হবে না। খ) কৃষকদের মত নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। গ) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে শুধু জমির মালিককে। অর্থাৎ ভাগচাষি, বর্গাদার বা যাঁরা কাজ হারাবেন সেই খেতমজুরদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। ঘ) ব্যবহার না করে শিল্পপতিরা জমি অনির্দিষ্ট কাল ফেলে রাখতে পারবে। ঙ) ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিদের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে।

আর কী চাই! এ তো বহুজাতিক কোম্পানির কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল! মোদিজির সরকার ওদের জন্য 'সব পেয়েছির দেশ' তৈরি করে দিচ্ছে। অবশ্য মোদিজি এই কাজে বহু আগেই হাত পাকিয়েছেন। তিনি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। গুজরাটে 'স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৯' চালু করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল হাজার হাজার একর জমি দখল করা। প্রায় বিনাপয়সায় জমি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল আম্বানি-আদানিরা। সাধে কি ওরা গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রচারের বন্যা বইয়ে মোদিজির সরকারকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসিয়েছে?

এই নতুন অর্ডিন্যান্সের প্রত্যক্ষ ফল কী হবে?

১) অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে শুধু জমির মালিককে। এই 'ক্ষতিপূরণ' কথাটার অর্থ কী? এদের ধারণায় জমির দাম বাবদ একটা বিশেষ পরিমাণ টাকা কৃষকের হাতে দিলেই তার ক্ষতির পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাই কি? জমি কৃষকের জীবন ধারণের উপকরণ। সেই উপকরণ থেকে তাকে বঞ্চিত করে যে টাকা তার হাতে দেওয়া হবে তা খাটিয়ে যে সংসার খরচের টাকা জোগাড় করতে পারবে তার গ্যারান্টি কী? অভিজ্ঞতা বলছে, এই প্রক্রিয়ায় যারা নগদে টাকা পেয়েছে তারা তা খাটিয়ে সংসার চালাতে পারেনি। ফলে অনতিবিলম্বে নগদ টাকা খরচ করে ফেলে তারা পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সেই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুতগতি করা হবে।

২) জমির উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ ভাগচাষি বা বর্গাদার, খেতমজুর-দিনমজুরদের কী হবে? তারা জমির মালিক নন কিন্তু জমিতেই তাদের জীবিকা। জমি চলে যাওয়া মানে জীবিকা চলে যাওয়া। এ রকম লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার কী ব্যবস্থা করা হবে? মোদি সরকার তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে তো?

৩) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার উর্বর অনুর্বর, সেচ-অসেচ, একফসলি কি বহুফসলি ইত্যাদি বাছ বিচার করবে না। প্রয়োজনে সেচভুক্ত উর্বর জমিও দখল করবে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি যেখানে যত পরিমাণ জমি চাইবে মোদি সরকার সেখানে সেই পরিমাণ জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দেশের খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টা যদি এর ফলে বিপন্ন হয় তাতেও পরোয়া করবে না সরকার। এই হল অর্ডিন্যান্সের প্রত্যক্ষ ফল। দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি এতে খুব খুশি। দু'হাত তুলে তারা মোদি সরকারকে আশীর্বাদ করছে। এ রকম 'বিনিয়োগ বন্ধু' সরকার পেয়ে তারা পুলকিত। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। এই অর্ডিন্যান্স যে তাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নামিয়ে আনবে।

সরকার এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমি সরাসরি দখল করে শিল্পপতিদের দিয়েছে। তার মধ্যে ৪২ হাজার একর জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ক্যাগের রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র ওড়িশাতেই অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে ৫,৪৪৪ একর (ডাউন টু আর্থ - ৩০.১২. ২০১২)। শিল্পের জন্য জমির যদি এতই হাহাকার, তা হলে এই বিপুল পরিমাণ জমি কোম্পানিগুলো দখল করে ফেলে রেখেছে কেন?

দেশের একচেটিয়া পুঁজি ও তার সেবাদাস মোদি সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা কথা খুব জোর গলায় প্রচার করছে। ওরা বলছে, শিল্পের জন্য জমি দরকার। আর উপযুক্ত পরিমাণে, উপযুক্ত জায়গায়, অতি দ্রুত জমি পাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তন করা দরকার। তাই করছে মোদি সরকার। অর্ডিন্যান্স জারি করে আইন পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এতে শিল্প তৈরি হবে তো? কর্মহীন বেকার যুবকেরা সেই সব শিল্পে কাজ পাবে তো?

সরকার এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমি সরাসরি দখল করে শিল্পপতিদের দিয়েছে। তার মধ্যে ৪২ হাজার একর জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ক্যাগের রিপোর্ট বলছে, শুধুমাত্র ওড়িশাতেই অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে ৫,৪৪৪ একর (ডাউন টু আর্থ - ৩০.১২. ২০১২)। শিল্পের জন্য জমির যদি এতই হাহাকার, তা হলে এই বিপুল পরিমাণ জমি কোম্পানিগুলো দখল করে ফেলে রেখেছে কেন? জমি পেয়ে শিল্প করার ঘোষণা করেও শালবনিতে জিন্দালেরা কেন তাদের ইস্পাত প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসছে? কেন জমিদাতা কৃষকেরা সেখানে জমি ফিরিয়ে নিতে রাজি হচ্ছেন না, শিল্প তৈরি করতে হবে বলে আন্দোলনে নেমেছেন?

আসলে সমস্যা হল পণ্য বিক্রির বাজারের। শিল্প পণ্য উৎপাদন করবে। আর সেই পণ্য কেনার জন্য ক্রেতা চাই। পুঁজিবাদী শোষণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এমন স্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে প্রয়োজনীয় ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাজার সংকট। এই সংকটের হাত থেকে ওদের রেহাই নেই।

টাটার ন্যানো কোম্পানি আমাদের এই কথার প্রমাণ। এই কোম্পানিকে সিঙ্গুরে ডেকে এনে পূর্বতন সিপিএম সরকার এ রাজ্যে শিল্পায়নের (!) খোয়াব দেখিয়েছিল। তারপর সিঙ্গুরের আন্দোলন ও ন্যানো কোম্পানির গুজরাট চলে যাওয়া। মোদির নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকার দু'হাত ভরে টাটাকে উপঢৌকন দিয়েছে। জলের দরে দিয়েছে ১১০০ একর জমি, প্রায় বিনা সুদে ৯,৫৭০ কোটি টাকা ঋণ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়ার জন্য ৭০০ কোটি টাকা অনুদান — সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা সাহায্য, যার সবটাই জনগণের ট্যাক্সের টাকা। কিন্তু বহু বিজ্ঞাপিত সেই ন্যানো কোম্পানির কী অবস্থা এখন? 'সপ্তাহে মাত্র ২-৩ দিন খোলা থাকে ন্যানো কারখানা।' কিন্তু তাতেও সংকট। শেষ পর্যন্ত 'টাটা মোটর গুজরাটের সানন্দ-এ কারখানা ৩৫-৪০ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ চাহিদার অভাব' (আর্টিকল্স. ইকনমিক টাইমস. ইন্ডিয়া টাইমস.কম/২০১৪)। এই হল আসল কথা। জমি দিলেই যদি কারখানা চলত সানন্দ-এ, তা হলে তো ন্যানো কারখানা বন্ধ হওয়ার কথা নয়। তাই আসল কারণ বোঝা দরকার, সমস্যার গভীরে যাওয়া দরকার।

তা হলে কি একচেটিয়া পুঁজির জমির দরকার নেই? আছে, খুবই আছে। আছে আবাসন ব্যবসার প্রয়োজনে, আছে রাস্তা সম্প্রসারণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লাভজনক ব্যবসার জন্য। পুঁজি বিনিয়োগের জন্য। লক্ষণীয়, মোদি সরকার 'আচ্ছে' দিনের যে নকশা পেশ করেছেন তাতে ১০০টি স্মার্ট সিটি গঠনের কথা খুব ফলাও করে বলা হয়েছে। আর এই স্মার্ট সিটি তো আকাশে গড়ে উঠবে না। তার জন্য জমি চাই — উপযুক্ত পরিমাণে, উপযুক্ত জায়গায় জমি চাই। এই প্রয়োজনকেই ওরা দেশে শিল্পায়ন বলে চালাতে চাইছে। একেই উন্নয়ন বলে প্রচার করে জনগণকে ওরা প্রতারিত করতে চাইছে। ওদের উন্নয়নের এই যূপকাষ্ঠেই বলি হবে কোটি কোটি অসহায় মানুষ। অবশ্য তাতে এই উন্নয়নের কাণ্ডারিদের কী-ই বা যায় আসে!

রাজাপুর-করাবেগ পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজাপুর-করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত রাস্তা সংস্কার ও ঢালাই রাস্তা তৈরি, গরিব মানুষের বি পি এল কার্ড, রেশন কার্ড, সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের সারা বছরের কাজ দেওয়া, পানীয় জলের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুতের খুঁটিপোতা নিয়ে দলবাজি বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ৮ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-এর নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিছু দাবি কর্তৃপক্ষ কার্যকর করবেন বলে কথা দেন।

পরে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস আনারুল ইসলাম, অরবিন্দ নস্কর, নুরহোসেন মোল্যা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অমূল্যচরণ সাঁফুই। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস কাশীনাথ সাঁফুই, স্বপন সরদার, পরেশ সরদার, আশুতোষ সরদার এবং গঙ্গা নস্কর।

নদীয়ায় কালীগঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

ফসলের ন্যায্য দাম, সস্তাদরে সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দ্রুত প্রদান, খাদ্যদ্রব্যে চটের ব্যাগ আবশ্যিক রাখা, জীবনদায়ী ওষুধের দামবৃদ্ধি রোধ করা, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু করা, দেবগ্রাম কৃষিফার্ম থেকে শীতলপুর, পলাশী ১ নং পঞ্চায়েত থেকে হরিনাথপুর মোড়, ভাগা বাস স্টপেজ থেকে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্যন্ত পিচরাস্তা নির্মাণ, মাটিয়ারি ও জুড়ানপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও আউটডোরের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবিতে ৮ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) কালীগঞ্জ লোকাল কমিটির আহ্বানে দু'শতাধিক মানুষ সুসজ্জিত মিছিল করে দেবগ্রাম বাজার পরিক্রমা করে কালীগঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস হররোজ আলি শেখ, মহিউদ্দীন মণ্ডল এবং লোকাল সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন শেখ।

রাজ্য সম্মেলনে নানা দাবিতে সরব হলেন হকাররা

হকারদের জীবনজীবিকা বাঁচানোর স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৮ জানুয়ারি কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস।

মূল প্রস্তাবে দাবি জানানো হয়েছে, রেলওয়ে হকারদের স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট, ২০১৪-র আওতায় আনা, হকার আইন এই রাজ্যে চালু করা, হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা, পরিচয়পত্র ও লাইসেন্স দেওয়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত কোটি কোটি শ্রমিক ও হকারদের জীবিকার স্বার্থে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, ভেন্ডিং কমিটি গঠন করে হকারদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা প্রদান, সমস্ত হকারদের উপর পুলিশি জুলুম বন্ধ করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হকার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

সম্মেলনে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসকে প্রধান উপদেষ্টা, কমরেড মধুসূদন বেরাকে সভাপতি ও কমরেড শান্তি ঘোষকে সম্পাদক করে ৪৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজভবন অভিযানের কর্মসূচি সম্মেলনে গৃহীত হয়।

হিন্দুত্ববাদীদের প্রলাপে মাথা হেঁট

একের পাতার পর

আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতিকে ধর্মীয় নিগড়ে কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া এবং বেদান্ত, বিশেষত শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের মতো ভাববাদী দর্শনগুলির প্রভাবই এর জন্য দায়ী। এই সময়কার সমাজপতি এবং শাস্ত্রকারদের গোঁড়ামিই যে বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের অধঃপতনের কারণ তা দেখে প্রফুল্লচন্দ্র গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, "প্রকৃতিজগতের ঘটনাকে বুঝতে, কেন এবং কেমন করে, এই প্রশ্ন তোলা—কার্য এবং কারণের সমন্বয়কে বোঝা— এগুলি ক্রমাগত দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যেতে থাকল। এভাবেই কষ্টকল্পনা ও অলৌকিক চিন্তার প্রতি ঝুঁকে থাকা জাতির মধ্যে থেকে অনুসন্ধিৎসার শক্তি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল, এই পথেই একদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আরোহ যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞান চর্চাকে বিদায় জানালো ভারত। একজন বয়েল, একজন দেকার্তে, একজন নিউটনের জন্ম দেওয়ার পক্ষে তার মাটি নৈতিকভাবে অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল এবং তার নামটি পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতের মানচিত্র থেকে মুছে গেল।" (হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি)। আজকের তথাকথিত হিন্দু ধর্মধ্বজীরা এরই উত্তরসাধক হতে চাইছেন তো!

দেশের প্রতি মানুষের আবেগ ভালোবাসা স্বাভাবিক। ভারতের মানুষেরও দেশের জন্য গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সেই গৌরবকে মিথ্যা দিয়ে মহিমান্বিত করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে গর্ব কোথায়? মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিনগুলি পেরিয়ে এ দেশে যখন নবজাগরণের আলো এসেছিল, তখনও একদল প্রাচীনত্বকেই আঁকড়ে ধরে স্থবির হয়ে থাকতেই স্বস্তি বোধ করেছিল, তার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল নবজাগরণের মনীষীদের। ইউরোপেও এই লড়াই করতে হয়েছিল। এদেশের মনীষীরা হিন্দুধর্মের মিথ্যা গৌরবকে চিরে চিরে ব্যাখ্যা করে তা ভেঙে দিয়ে তুলে ধরেছেন প্রকৃত গৌরবের দিকগুলি। এ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য লড়াই করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেখিয়েছেন যে, বেদান্ত সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এ দেশের হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্পর্কে বলছেন, "কোনও বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সময় যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোনও সত্যের অবতারণা করা যায়, তাহলে তাঁরা সেটা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন। সম্প্রতি আমাদের দেশে... পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন, যেন শেষপর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের হয়নি" (এফ জি ময়েটকে লেখা চিঠি)। শরৎচন্দ্রকে তাঁর গল্প-উপন্যাসে এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে তিনি বলছেন,"এ-সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহু পূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। ...তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজি-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়ত সত্যসত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।" বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে 'সবই ব্যাদে আছে' প্রবন্ধ লিখে অন্ধতার প্রতিবাদ করতে হয়েছে।

আজ যে প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো এমন একটি মঞ্চকেই বিজেপি হিন্দুত্বের মিথ্যা গৌরব প্রচার করার মঞ্চ হিসাবে বেছে নিল কেন? বিজেপিকে টাকা দিয়ে প্রচার দিয়ে ক্ষমতায় যারা বসিয়েছে এর মধ্যে সেই একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ কী? তাদের অনুমোদন ছাড়াই কিছু অন্ধ ধর্মোন্মাদকে জড়ো করে বিজেপি-আরএসএস বিজ্ঞান কংগ্রেসকে প্রহসনে পরিণত করেছে তা তো সত্যি নয়! এর পিছনে আছে এ দেশের প্রকৃত শাসক একচেটিয়া মালিকদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। শোষণে জর্জরিত মানুষ যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য তারা আনতে চাইছে অন্ধ ফ্যাসিবাদী চিন্তা— যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। পুঁজিবাদ কীভাবে চিন্তায় ফ্যাসিবাদ আনছে তা দেখিয়ে তিনি বলছেন, "ফ্যাসিবাদ হল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে (idealistic jugglery) শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ওষুধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি হল বৈজ্ঞানিক বা সত্যনিষ্ঠ চিন্তার সাথে অলীক চিন্তার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এতে প্রকৃতি জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্যদিকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণায় অলীক চিন্তাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই-এর বৈজ্ঞানিক পথ থেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের চোরাপথে চালিত করা এবং তার দ্বারা শেষপর্যন্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করা" (সময়ের আহ্বান, রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড)। যে প্রচেষ্টা ধরা পড়ে মোদি এবং তাঁর সরকারের কর্তাদের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে। হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একদিকে তাদের প্রচেষ্টা দেশের অধিকাংশ মানুষের অসচেতনতা, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় জিগির তুলে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি, অন্যদিকে শিক্ষিত জনসাধারণকেও মিথ্যা গরিমার জালে বেঁধে বিভ্রান্ত করে ফ্যাসিবাদী অন্ধতা গড়ে তোলা। আশার কথা, বিজ্ঞান কংগ্রেসে মোদি বাহিনীর এই দাপাদাপির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন এ দেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ। এই প্রতিবাদকেই সংগঠিত রূপে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

তৃণমূল সরকারের অপশাসনের নমুনা

১। **চাষিকে কর্পোরেট হাঙরের মুখে ঠেলে দিতে এসেছে কৃষি বিপণন সংশোধনী বিল** — বিলের মূল কথা, জেলায় জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে কৃষি বাজার গড়ে তোলা হবে। সেখানে চাষিদের থেকে কৃষিপণ্য কেনায় সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকবেনা। কৃষকরা গিয়ে পড়বে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের খপ্পরে। এতদিন ফড়েরা চাষিদের যেভাবে অভাবি বিক্রিতে বাধ্য করছিল, তা আরও ভয়াবহ রূপ নেবে।

২। **ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনী** — চাষির জমি যাতে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা দখল করতে পারে সেজন্য তৃণমূল সরকার ১৯৫৫ সালের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে জমির ঊর্ধ্বসীমা বা সিলিং তুলে দিয়েছে। এই নয়া সংশোধনীতে কৃষক স্বার্থ রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

৩। **১২ বার বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হয়েছে** — তৃণমূল বলেছিল, ক্ষমতায় এলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে ১২ বার মাশুল বাড়ানো হয়েছে। প্রতি মাসে দাম বাড়ানোর জন্য পূর্বতন সরকার মাশুলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট (এম ভি সি এ) চালু করেছিল। তৃণমূল তা বাতিলের পরিবর্তে আরও কঠোর করেছে।

৪। **জনবিরোধী শিক্ষানীতি** — অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তি ধসিয়ে দেওয়ার সর্বনাশা নীতি এ রাজ্যে তৃণমূল কার্যকর করেছে। কলেজে কলেজে ব্যাপক ডোনেশন ক্যাপিটেশন ফি বাড়িয়েছে। পরিকাঠামো না গড়ে তুলে মেডিকেল কলেজগুলিতে কয়েকশো আসন বাতিলের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে তৃণমূলের নেতাদের বসিয়েছে।

৫। **মদের ঢালাও লাইসেন্স** — ক্ষমতায় বসেই ১৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের জন্য তৃণমূল সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দেয়। যে সব দোকানে আগে মদ বিক্রি হত না তাদেরও মদ বিক্রির অনুমতি দেয়। মদ বিক্রির সময়সীমাও বাড়িয়ে দেয়। এতে সরকারের রাজস্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের উপর মদ্যপদের অত্যাচারও বেড়েছে।

৬। **পদ বিলোপের নীতি** — তৃণমূল সরকার খাদ্য দপ্তরে ৫ হাজার পদ বিলুপ্ত করতে চলেছে। হাজার হাজার শূন্য পদে নিয়োগ কার্যত করছে না। সরকারি দপ্তরে কোনও মতে কাজ চালানোর জন্য সামান্য যা নিয়োগ করেছে তাতে ডাক পেয়েছে অবসরপ্রাপ্তরাই। শিক্ষিত বেকার যুবকরা উপেক্ষিত। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক করা হলেও তার মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে অতি সামান্যই। মুখ্যমন্ত্রী বহু বারই বলেছেন, বেকারদের নিজেদের কাজ নিজেদের জোগাড় করতে হবে। অর্থাৎ সরকার চাকরি দিতে পারবে না।

৭। **কেলেঙ্কারি** — চুরি, জোচ্চুরি ও ঠকিয়ে টাকা লুটের কারবারে তৃণমূল দল হিসাবে আজ চ্যাম্পিয়ান। তাদের বেশ কিছু সাংসদ-বিধায়ক জেলে বন্দি। শুধু সারদা কেলেঙ্কারিই নয়, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতিতেও যুক্ত তৃণমূলের একাধিক নেতা। কলকাতাকে লন্ডন বানানোর নামে কোটি কোটি টাকার ত্রিফলা বাতি কেলেঙ্কারি, শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষায় টাকার খেলা ও নগ্ন দলবাজি তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে কালি লেপে দিয়েছে।

৮। **গুন্ডামি-তোলাবাজি-খুন-সন্ত্রাস** — গ্রাম শহরের নাগরিক জীবনে কান পাতলেই শোনা যায় তৃণমূলের গুন্ডামি-তোলাবাজি--সন্ত্রাসের কাহিনী। তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে বিরোধীদের হুঙ্কার দিচ্ছেন, তাদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন, তা রাজনৈতিক সন্ত্রাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কলেজে কলেজে গণতন্ত্র বিপন্ন তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সন্ত্রাসে। শুধু বিরোধী নয়, নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলেও খুন হচ্ছে মানুষ। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার বরাদ্দ টাকা ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগসাজশে লুট করছে শাসক দলের মাতব্বররা।

৯। **মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলারাই বিপন্ন** — পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম সহ বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তদন্তের আগেই 'সাজানো', 'বানানো' অভিযোগ বা 'বিরোধীদে'র চক্রান্ত ইত্যাদি বলে হাল্কা করেছেন তাতে অপরাধীরা শাস্তির বদলে প্রশ্রয় বা নিরাপত্তাই পেয়েছে। সংবাদে এও প্রকাশিত হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। এঁদের হাতে রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়ে পারে?

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

সম্প্রতি মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্টস অফ রাশিয়া' সংগঠনের প্লেনারি অধিবেশনে চেয়ারম্যান কমরেড ম্যাক্সিম সুরাইকিন প্রতিনিধিদের কমরেড প্রভাস ঘোষ রচিত 'গ্রেট স্ট্যালিন ...' বইটি দেখাচ্ছেন

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ডি এস ও কর্মীদের উপর টিএমসিপি-র হামলা

রাজ্য জুড়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দখলদারি বজায় রাখতে অতীতের এস এফ আই-এর মতোই গায়ের জোরের আশ্রয় নিচ্ছে তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। ৮ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও কর্মীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাঁদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তারা মনোনয়নপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। তাদের আক্রমণে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম বর্ষের ছাত্র দীপ্তাংশু ভৌমিক ও গৌর পাইক, বাংলা দ্বিতীয় বর্ষের সমিত দাস, ইংরেজি প্রথম বর্ষের জয়শ্রী রায়, মাধবী হালদার, মিজানুর মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন ডি এস ও সমর্থক ছাত্র আহত হয়। দীপ্তাংশু এবং গৌরকে কলকাতা মেডিকেলে কলেজে চিকিৎসা করাতে হয়। আশুতোষ কলেজে টিএমসিপির দুষ্কৃতীরা এ দিনই ডি এস ও কর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে দেয়।

এই প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যেও ডি এস ও কলকাতার যোগমায়াদেবী কলেজ, মুরলীধর গার্লস কলেজ, পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে পুনরায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি আসনে ডি এস ও জয়লাভ করেছে। সন্ত্রাস ও কারচুপির বিরুদ্ধে ১৯ জানুয়ারি সংগঠন রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করে।

শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ, জলপাইগুড়ি পি.ডি. ওমেন্স কলেজ ও ধূপগুড়ি কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া কলেজ, দেশপ্রাণ কলেজ, বাঁকুড়ার শালডিহা কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার আশুতোষ কলেজ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, হুগলির শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ সহ বহু জায়গায় ডিএসও কর্মীরা আক্রান্ত হয়। শ্যামাপ্রসাদ কলেজে নোটিশ বোর্ড থেকে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা ছিঁড়ে ফেলে ডিএসও প্রার্থীদের নাম কারচুপি করে বাদ দিয়ে দেয় টিএমসিপি।

কোচবিহারের মাথাভাঙা কলেজে ৭ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র তুলতে গেলে টি এম সি পি দুষ্কৃতীরা ডি এস ও কর্মীদের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনে। বাঁশ, রড দিয়ে মারতে থাকে। কলেজের ছাত্র বিধান বর্মন, মিঠু রায় ডাকুয়া, জয়ন্ত বর্মন, সেলিম মিঞা সহ ছ'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। প্রতিবাদে এস ডি ও অফিসে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের সময় পুলিশ ডি এস ও-র মহকুমা সম্পাদক মর্তুজা আলম সহ চারজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এ বি এন শীল কলেজে ডি এস ও সমর্থক ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড কেড়ে নিয়ে মনোনয়নপত্র তুলতে দেওয়া হয়নি। দিনহাটা কলেজে ভোটার লিস্ট তুলতে গেলে টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা বাঁশ ও লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত তিন ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। শীতলকুচি কলেজ, দেওয়ানহাট কলেজ সহ অন্যান্য কলেজেও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে মনোনয়নপত্র তুলতে দেয়নি। প্রতিবাদে ডি এস ও ৮ জানুয়ারি জেলাজুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। কোচবিহার শহরের হরিশপাল মোড় অবরোধ করা হয়। মেখলিগঞ্জ মহকুমা বাদে জেলার সমস্ত কলেজে নির্বাচন বয়কট করার কথা ঘোষণা করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বামপন্থী দলগুলির ডাকে
যৌথ বিক্ষোভ মিছিল
২৪ জানুয়ারি, বেলা ২টা
কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মার্কিন তথ্য দপ্তর

এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে
২৬ জানুয়ারি ওবামার ভারত সফরের দিন
রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ সভা কালো পতাকা প্রদর্শন
কুশপুতুল দাহ

গঙ্গায় শতাধিক মৃতদেহ ভেসে আসার ঘটনার তদন্ত দাবি

উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার পারিয়ার এবং সাফিপুর গ্রামের কাছে গঙ্গায় শতাধিক পরিচয়হীন মৃতদেহ ভেসে আসার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই মৃতদেহগুলি অবিবাহিত মহিলা ও শিশুদের বলে শোনা যাচ্ছে। স্রোতে ভেসে আসা মানুষের পচা দেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে কুকুর এবং কাক অথচ সরকার এ বিষয়ে নীরব। এ জিনিস কোনও সভ্য দেশে চিন্তাও করা যায় না।

তিনি এই ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবি করে বলেন, কোনও অপরাধমূলক কাজের সাথে এই ঘটনার যোগসূত্র পাওয়া গেলে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারক সংস্থায় দাঙ্গায় অভিযুক্তকে বসানো হল

প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিচের চিঠিটি পাঠিয়েছেন

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা 'কোর্ট'-এ বিজনর-এর সাংসদ কুনওয়ার ভরতচন্দ্রকে মনোনীত করার অত্যন্ত জঘন্য যে সিদ্ধান্ত আপনার সরকার নিয়েছে, এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক এবং প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সহমত হয়ে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রত্যেকেরই জানা আছে উল্লিখিত এই সাংসদ মুজফ্‌ফরনগরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অভিযুক্ত আসামী। সে কারণেই শিক্ষাপরিচালনার মতো মহতী পদে তাঁর মনোনয়ন সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অন্যায়, সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ধ্বংসকারী, যা শিক্ষার পরিবেশকে অবশ্যই কলুষিত করবে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ করবে বলে আমরা মনে করি।

অবিলম্বে এই মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য আপনার কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি এবং কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটিতে এই ধরনের কালিমালিপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকার দাবি জানাচ্ছি।

ওবামার ভারত সফরের প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে, কেরালার আলাপ্পুজায়, বিহারের পাটনায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জানুয়ারি কলেজ স্কোয়ারের কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন, শিক্ষিকা প্রেম শর্মা, শিক্ষক সৈয়দ হাসান, সৌরভ মুখার্জী। সঞ্চালনা করেন মহুয়া নন্দ। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন রিবিয়া করিম ও আশিস বসু। ১৬ জানুয়ারি আলাপ্পুজায় ট্রেড সেন্টার হলে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কে অরবিন্দক্ষণ সহ বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখেন।

কলকাতা

পাটনা

আলাপ্পুজা

১৬ জানুয়ারি ফোরামের উদ্যোগে পাটনার আই এম এ হলে কনভেনশন হয়। সভাপতিত্ব করেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ও পি জয়সওয়াল। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নবীন চন্দ্রা, এন আই টি-র অধ্যাপক সন্তোষ কুমার, আই এম এ-র পূর্বতন সভাপতি ডাঃ পি এন পি পাল, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক ভারতী এস কুমার, রাষ্ট্রীয় সহারা-র সম্পাদক দয়াশঙ্কর রায়, অরুণকুমার সিং প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাধনা মিশ্র।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in